ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৯১
আগরতলা,১৭ জুলাই,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে ২৪ ঘন্টার জন্য স্পেশালিস্ট বিভাগ চালুর জোর দাবি’’ এই শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় গত ১৬ জুলাই, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে জেনারেল মেডিসিন, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ এবং অর্থোপেডিক্সে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত রয়েছেন, যারা ইনডোর, আউটডোর এবং (২৪X৭) জরুরী পরিষেবা সহ মাইনর অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করছেন। এছাড়াও, এই মহকুমা হাসপাতালে সপ্তাহে একবার পেডিয়াট্রিক্স আউটডোর এবং সপ্তাহে একবার সোনোগ্রাফি পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল ভবনটি পুরোনো এবং এর অর্ধেক অংশ ইতিমধ্যেই পিডব্লিউডি দ্বারা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণে ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে আলাদা বিশেষজ্ঞ বিভাগ খোলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। এই মহকুমা হাসপাতালে অর্ধেক সংস্কারকৃত ভবনগুলির মধ্যে একটি পুরুষ এবং একটি মহিলা ওয়ার্ডের পাশাপাশি একটি প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ ওয়ার্ড এবং একটি পেডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ডও রয়েছে। এছাড়াও, ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে জরুরী মেডিকেল অফিসার দ্বারা (২৪X৭) জরুরী পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন যে, ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের ওটি কমপ্লেক্সের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ওটি পরিষেবা শীঘ্রই পুনরায় শুরু করা হবে। এই মহকুমা হাসপাতালে ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ১৫ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত জেনারেল, ডেন্টাল, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, পঞ্চকর্ম, অপটোমেট্রি, পেডিয়াট্রিক্স, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, মেডিসিন এবং অর্থোপেডিক্স সহ সমস্ত বিভাগে মোট ২৬,২০৫ জন রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। ক্যাজুয়ালটি বিভাগে এরমধ্যে ১৭,৪১১ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৭৮৮ জন ভর্তি হয়েছিলেন। গোমতী জেলা হাসপাতালে সমস্ত বিশেষজ্ঞ বিভাগ, আইসিইউ, ডায়ালাইসিস সেন্টার এবং ট্রমা কেয়ার পরিষেবা উপলব্ধ থাকার দরুণ অবশিষ্ট ১২৬ জন রোগীকে সেখানে রেফার করা হয়েছিল, যদিও গোমতী জেলা হাসপাতাল ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল থেকে ৪ কিমি দূরে অবস্থিত।

পিএমজেএওয়াই, সিএমজেএওয়াই প্রকল্পের অধীনে, এই মহকুমা হাসপাতালে ধারাবাহিকভাবে জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শের পাশাপাশি ওষুধও সরবরাহ করছে। এই উদ্যোগ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে এবং ফলস্বরূপ, এটি স্বাভাবিকভাবেই কাছাকাছি বেসরকারি ওষুধ দোকানগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রভাবিত করেছে। ফলে এই মহকুমা হাসপাতালে নাইট শিফটে পিএমজেএওয়াই/সিএমজেএওয়াই প্রকল্প থাকুক বা না থাকুক, সমস্ত রোগীকে আই/ভি সেট এবং ক্যানুলা সহ বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করছে। এছাড়াও, মহকুমা হাসপাতালের আশেপাশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি ক্লিনিক, পরীক্ষাগার এবং ওষুধের দোকান রয়েছে। অনেক ভিজিটিং মেডিকেল অফিসার দিনের বেলায় প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখেন এবং সন্ধ্যায় ফিরে যান। এলাকার বেশিরভাগ ওষুধের দোকান রাত ৮টা নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়।

*****